যুগান্তর

২৮/১০/২০০৩

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬.....

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

মানউপযোগী সেবা পাচ্ছে না ছাত্রছাত্রীরা

বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের একটি বাংলাদেশ। এ দেশের বেশিরভাগ লোকজনেরই পেশা কৃষি। কৃষির আধুনিকীকরণে এবং দেশীয় কৃষিবিদ সৃষ্টিতে অতীতে যে কয়টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে একটি ঢাকার আগারগাঁওয়ের শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৮ সালে স্থাপিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ঢাকা শহরে অবস্থিত বলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ছাত্রছাত্রীর চাপ এখানে একটু বেশিই বলা যায়। আর এর দরুন বিশ্ববিদ্যালয়টিতে দেখা দিয়েছে নানা সমস্যা। অন্যতম সমস্যাগুলোর একটি আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের সিট সমস্যা। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় হল রয়েছে মাত্র চারটি। এর মধ্যে ছেলেদের ৩টি হল হচ্ছে শেরেবাংলা হল, সিরাজউদ্দৌলা হল এবং শেখ কামাল হল। অন্যদিকে মেয়েদের একটি হল হল ফজিলাতুন্নেছা হল। ছাত্রছাত্রীদের মতে অতীতে তুলনামূলক কম ছাত্রছাত্রীর জন্য যে হল ছিল, এখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়লেও হল কিন্তু বাড়েনি। যার দরুন প্রায় হলেই ছাত্রছাত্রীদের গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে। এই সিট সমস্যার অনেকখানি রাজনৈতিক কারণে হচ্ছে বলে নতুন কয়েকজন ছাত্র জানালেন। তাদের মতে যাদের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রয়েছে তারাই সিট পাচ্ছে। এদিকে বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির পদটি শূন্য রয়েছে মাসাধিকালেরও বেশি সময় ধরে। ছাত্রছাত্রীদের মতে এতবড় বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনের জন্য যেখানে ভিসি না থাকলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেখানে এতদিনের শূন্যতা তো অনেক কিছু। যদিও ভিসি নিয়োগ নিয়ে কথাবার্তা চলছে তবে অনেকেই জানালেন, রাজনৈতিক কারণে তা পিছিয়ে যেতে পারে। ভিসির এতদিনের শূন্যতায় অনেক শ্রেণীরই ক্লাস ঠিকমতো হচ্ছে না। বিশেষ করে প্রথম বর্ষের ছাত্ররা বেশ কিছুদিন আগে ভর্তি হলেও তাদের ক্লাস এখনও শুরু হয়নি। অনেক নতুন ছাত্রছাত্রী ক্লাস কবে হবে তা নিয়েও রয়েছে সন্দিহান।

বিশাল সীমানা নিয়ে শেরেবাংলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলেও এর ভেতরকার রাস্তাঘাটের দেখা গেছে বেহাল অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় গেটে মাটি খুঁড়ে এমন অবস্থা করা হয়েছে যে, বৃষ্টির দিনে খালিপায়েও হাঁটাচলা করা মুশকিল হয়ে পড়ে। এছাড়া প্রথম গেটসহ ভেতরের রাস্তার অনেক জায়গায় গর্ত দেখা দিয়েছে।

এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতেরবেলায় হাঁটাচলা করার জন্য অনেক স্থানেই নেই প্রয়োজনীয় লাইটপোস্ট। অনেক স্থানে লাইটপোস্ট থাকলেও লাইট নেই অনেক দিন থেকেই। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাতের নিরাপত্তার দিকটিও বিঘ্নিত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের ডাইনিংয়ের খাবারের ব্যাপারেও রয়েছে অভিযোগ। তাদের মতে, দু'বেলা খাবারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ টাকা নেয়া হচ্ছে সেই মান অনুযায়ী খাবার দেয়া হচ্ছে না। তারা আরও জানালেন, মাঝে মাঝে খাবারের একটু উন্নতি দেখা দিলেও বেশিরভাগ সময়েই অবনতি দেখা যায়। কৃষি বিষয়ক নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। তবে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাবের সংখ্যাও কম বলে জানালেন ভুক্তভোগী কিছু ছাত্রছাত্রী। তাদের মতে সময়মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছে না ল্যাবরেটরি স্বল্পতার কারণে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এ ব্যাপারে আশু সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। ল্যাবের মতো লাইব্রেরিতেও রয়েছে সমস্যা। অনেকেই বিভিন্ন বইয়ের জন্য লাইব্রেরির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সময়মতো নতুন জার্নালের বই না আসায় অনেক ছাত্রছাত্রী যুগোপযোগী তথ্য ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না। ছাত্রদের থাকার জন্য যে কয়টি হল রয়েছে তার মধ্যে শেরেবাংলা হলই অধিক পুরনো। তাই এ হলের বিভিন্ন দরজা-জানালাও বয়সের ভারে আক্রান্ত। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে আরও অনেক সমস্যা। এগুলোর মধ্যে শিক্ষক সংকট, পরিবহন সমস্যাসহ আরও নানা সমস্যা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় এবং মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করতে এসব সমস্যার সমাধান জরুরি। নতুবা বাংলাদেশের মতো একটি কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি ব্যবস্থা পাবে না আধুনিক তথ্য ব্যবস্থার ছোঁয়া।

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

● রিজওয়ান রশিদ রিপন